ধারাবাহিক রচনা

সৎসঙ্গরত্নাবলি

স্বামী ধীরেশানন্দ

[শ্রীমৎ স্বামী ধীরেশানন্দজী মহারাজের 'সৎসঙ্গরত্নাবলি' নামে সংকলনটি 'নিবোধত' পত্রিকায় প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন আমেরিকার সেন্ট লুইস বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী চেতনানন্দজী মহারাজ। উত্তরাখণ্ডের কয়েকজন উচ্চকোটির সাধুর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁদের উচ্চ চিন্তারাজি এই সংকলনের আলোচ্য বিষয়। বর্তমান সংখ্যায় কনখলের মহাত্মা স্বামী শংকরানন্দজী মহারাজের উপদেশাবলি সংকলিত হয়েছে।]

জ্ঞানীর ব্যবহার

জ্ঞান হইলেও জ্ঞানীর ব্যবহার পূর্বের ন্যায়ই থাকে। তলোয়ার পরশমণির স্পর্শে সোনা হইয়া গেলেও তাহার ধার, ভার ও আকার পূর্বের ন্যায়ই থাকে।—''পরশমণিকা সঙ্গ সে সোণে ভয়ে তলবার।/ তুলসী তীনোঁ ঐসে রহে ধার ভার আকার॥"

ব্যাবহারিক কথাবার্তা ছাড়ো। 'অহং' ত্যাগ করো। 'অহং' তোমাতে নাই কারণ সুষুপ্তিতে 'অহং' থাকে না। তুমি নিজেই সৎস্বরূপ, কেন মিছে জগদ্‌ভ্রম দেখিতেছ?—''কহা সুনা সব লাথ মারকর; অহংকা আঁখ মিটাও।/ প্যারে প্রিয়বর তুম আপহী হো, কাহে জগ ভরসাও।"

তুমিই বলিতেছ, তুমিই শুনিতেছ, তুমিই নিজেকে দেখিতেছ—তুমিই আবার নিজেকে তবু খুঁজিয়া বেড়াইতেছ—ইহাই পাপ অবিদ্যা : ''আপহী কহে, আপহী শুনে, দেখে আপহী আপ।/ আপহী কা ঢুঁঢ়তা রহে, য়হী অবিদ্যা পাপ॥"

'অভয়ং সর্বভূতেভ্যঃ'

অগ্নিবিষয়ক কর্মযাগাদি হিংসাত্মক। সন্ন্যাসী সর্বকর্ম শিখাসূত্র ত্যাগ করেন। যাগাদি করেন না। তাই যাগাদির পশুবধাদি হিংসা আর তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইবে না বলিয়া সন্ন্যাসকালে সন্ন্যাসী এই কথা বলিয়া থাকেন—''আমার থেকে কোনও প্রাণীর ভয় নেই। সর্বপ্রাণী আমারই রূপ, আমার থেকেই উৎপন্ন হয়েছে।"

হরিদ্বার ও ব্রহ্মকুণ্ড

শেঠ হরিদ্বারে আসিয়া ভাণ্ডারা, দানাদি করিয়া যায় ও বলিয়া বেড়ায়—''হরিদ্বার গিয়া থা।" আসল হরিদ্বার কী জানো?

হরি বা হর অর্থাৎ পরমেশ্বরকে পাওয়া যায় যে-দ্বারে প্রবেশ করিলে তাহাই হরিদ্বার বা হরদ্বার। কী সেই দ্বার? এই দেহই সেই দ্বার। এই দেহে জীব প্রবেশ করিয়া এই দেহেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার পায় তাই দেহই হরিদ্বার। এই দেহে ব্রহ্ম আছেন। সেই

ব্রহ্মরূপ কুণ্ডে স্নান অর্থাৎ তাহাকে অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার করিলে তবেই মুক্তি। সাধারণ অজ্ঞ লোকের জন্য বাহ্য ব্রহ্মকুণ্ডের গঙ্গাজলে স্নান। তাতেও কি মুক্তি? না, 'রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ'। ইহা লোককে সৎকর্মে আকৃষ্ট করিবার একটি উপায়মাত্র। ক্রমে শুদ্ধচিত্ত হইয়া লোকে জ্ঞানলাভ করিতে প্রয়াসী হইবে। ইহাই বেদের কর্মকাণ্ডের তাৎপর্য। বেদ দুরূহ। বেদ যদি স্পষ্টার্থক হইত তাহা হইলে সকলেই বুঝিত ও ক্রমে অনাদৃত হইয়া লুপ্ত হইয়া যাইত। বেদ দুরূহ। তাই বাঁচিয়া আছে। ইহার মর্মোদ্‌ঘাটন করিবার জন্য তাই লোকের এত প্রয়াস। এত টীকা-টিপ্পনী। কুম্ভযোগে মেলাদির সৃষ্টি এই জন্যই। অজ্ঞ মানুষকে লোভ দেখাইয়া সৎকর্মে আকৃষ্ট করিবার জন্য। এই মেলাদিতে সকলেরই উপকার হয়। চোর, পকেটমার, বদমাশ, মঠধারী, দোকানদার, পুণ্যার্থী, মুমুক্ষু—সকলেরই কাজ হয়।

সাধুসেবা

লোকে বলে, ''মহারাজ কৃপা করো, হে ঈশ্বর কৃপা করো।'' ঈশ্বর তো কৃপাময়, গুরুও করুণাময়। তাঁরা তো কৃপা সর্বদাই করিতেছেন। তোমার শুভ ইচ্ছা করিতেছেন। তাঁহাদের আবার কৃপা করিতে বলা মানে তাঁহাদের উপর কলঙ্ক লাগানো। এবার তোমার নিজের করিবার পালা। তাঁহাদের কৃপা সর্বদাই আছে, এখন নিজের কৃপা চাই—অর্থাৎ ব্রহ্মপরায়ণতা চাই। সাধুকে লোকে সেবা করে কেন? না—সাধু ভজন করে, এইজন্য তো? তুমি সাধুকে তাহার ভজনপরায়ণতার জন্য নানাবিধ সেবা করিতেছ। হইতে পারে, সে-সাধু একটি ঠগ। সে ভজন-টজন কিছুই করে না। বাহির হইতে তুমি তো চিনিতে পার না? তাহা হইলে তোমার সেবা ব্যর্থ হইল। তবে উপায়? উপায় এই, যে-ভজনের জন্য তুমি সাধুর সেবা করিতেছ সে-ভজনটা তুমি নিজেই কর না কেন? তাহা হইলে তো কোনও গোল থাকে না। সাধুসেবা কর, তাহাতে বাধা নাই, কিন্তু ভজনেরই মহিমা তো? সে-ভজন তোমার নিজেরও করা কর্তব্য।

বিনা টিকিটের সিনেমা

লোকে পয়সা খরচ করিয়া সিনেমা দেখে। জ্ঞানীর কাছে এই জগদ্‌দৃশ্যই সর্বদা বিনা টিকিটের সিনেমা। সিনেমাতে লোকে জানে যে ওই দৃশ্যগুলি সত্য নহে, তাই সানন্দে দর্শন করে। জ্ঞানীও জানেন এই জগদ্‌দৃশ্য বস্তুত নাই, তবু দেখাইতেছে—তাই সানন্দে দর্শন করেন। বাহ্য বস্তু কিছু নাই। স্বসত্তাতিরিক্ত সত্তার অত্যন্ত অভাব। অর্থাধ্যাস নাই। অর্থের প্রতীতি মাত্র। তাই জ্ঞানীর নিকট ''সর্বং আনন্দময়ং জগৎ।'' অজ্ঞানীর কাছে অর্থ অর্থাৎ বিষয় বা দ্বিতীয় বস্তুর সত্তা আছে। তাই তাহার নিকট ''সর্বং দুঃখময়ং জগৎ।'' দ্বিতীয় বস্তু থাকিলেই তদ্বিষয়ে বাসনার উদ্রেক ও ফলে দুঃখ। বশিষ্ঠজী বলিলেন, ''হে রাম, জগৎ তিনকালে নাই।'' যদি জগৎ তিনকালে নাই তো উপদেশ কে কাকে দিতেছেন? যদি উপদেষ্টা ও উপদেশ্য থাকে তো জগৎ নাই কী করিয়া?—ইহার অর্থ এই যে, যেমন মহাবাক্যের উপদেশবাক্য ও অনুভববাক্য—এই দুই বিভাগ আছে তদ্রূপ ইহাও অনুভববাক্য। অর্থাৎ ''হে রামজী অর্থাৎ হে মন! জগৎ তিন কালেই নাই।'' বশিষ্ঠ স্বানুভব প্রকট করিতেছেন মাত্র। কাজেই পূর্বোক্ত দোষ হয় না। দ্বিতীয় বস্তু থাকিলেই তাহাতে বাসনা হয়। দ্বিতীয় বস্তু নাই—এই জ্ঞানেই একমাত্র বাসনাক্ষয়, মনোনাশ সম্ভব। দ্বিতীয় বস্তু কোথায়? ঘট ও ঘটজ্ঞান—একটি অর্থাধ্যাস অপরটি জ্ঞানাধ্যাস। স্বপ্নে অর্থ ও জ্ঞান দুটি আছে কি? বিষয় সেখানে কোথায়? প্রতীতিমাত্র হইতেছে। ইহাই জ্ঞানাধ্যাস। এক জ্ঞানাধ্যাস দ্বারাই স্বপ্নব্যবহার চলিয়া যাইতেছে। তেমনি জাগ্রতে। বিষয় নাই। তোমার সংকল্পই বিষয় আকারে প্রতীত

হইতেছে মাত্র। বশিষ্ঠজী বলিলেন, ''হে রামজী! সব তোমার সংকল্পমাত্র, স্ফুরণমাত্র।'' বিষয় নাই। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিনটি অবস্থা বেদান্তবিচারের স্তম্ভস্বরূপ।

''আপহী কহে, আপহী সুনে, দেখে আপহী আপ।/ আপহীকো ঢুঁঢ়তা ফিরে, য়হী অবিদ্যা পাপ।''

নিজেকে দীনহীন কেন মনে কর? নিজেকে প্রভু ভাবো। একদিন ভিক্ষায় যাইতেছি, সামনে যাইতেছে কয়েকটি মেয়ে ঘাস কাটিতে। একজন বলিতেছে, ''পরমাত্মার কৃপায় খুব বড় বড় ঘাস যদি হত তবে চটপট অনেক ঘাস কাটতে পারতাম।'' দেখ কী চাহিতেছে, না ঘাস! কল্পবৃক্ষের নিচে আসিয়া ঘাস চাহিতেছে। এই তো জীবের অবস্থা! নিজ স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া এই দীনহীন অবস্থা!

সৎলোক ও পণ্ডিতলোক

সৎলোক যদি শত্রু হয় তবুও সে অন্যায়, অবৈধ আচরণ করে না। কিন্তু পণ্ডিত লোক যদি শত্রু হয় তবে সে রাক্ষসতুল্য অনিষ্টাচরণ করে।

''সরসো বিপরীতশ্চেৎ সরসত্বং ন মুঞ্চতি।
সাক্ষরা বিপরীতাশ্চেৎ রাক্ষসাঃ হি ভবন্তি তে॥''

সরস হইল সৎলোক। 'স-র-স' শব্দটিকে উলটাইয়া রাখিলেও উহা 'স-রস'ই থাকিবে। তাহার সরসত্ব যায় না। 'সা-ক্ষ-রা' শব্দটিকে উলটাইলে 'রা-ক্ষ-সা' হয়। 'সাক্ষরা' (অর্থাৎ স-অক্ষরা বা পণ্ডিত ব্যক্তিরা) এই শব্দটিকে উলটাইয়া পড়িলে 'রাক্ষসা' হয়। তাই বলা হয় যে সাক্ষর অর্থাৎ বিদ্বান শত্রু হইলে রাক্ষসতুল্য শঠ ও দুষ্ট হইয়া থাকে।

তর্ক

কোনও বিষয় বিচার বা তর্ক দ্বারা অবশ্য নির্ণয় করিতে হইবে। যে যা বলে তাহাতেই কি 'হাঁ-হাঁ' করিতে হইবে? কথায় বলে—'হাঁ-জী হাঁ-জী করতে রহো বক্‌রী লে গয়া উট্‌।' একটা বকরি একটা উটকে লইয়া পলাইয়া গেল—কেহ এরূপ বলিলেও 'হাঁ-জী হাঁ-জী' করিতে হইবে নাকি? বকরি কখনও উট লইয়া যাইতে পারে?

গ্রামে সন্ধ্যার পর লোকেরা একসঙ্গে গাছতলায় বসিয়া নানা কথা বলে। এক কথক আসিয়াছে। সকলে তাহাকে ধরিয়াছে, কাহিনি শুনাইতে হইবে। সে বলিল, ''শোনাতে পারি, কিন্তু কোনও ভাট থাকতে পারবে না।'' গ্রামবাসীরা বলিল, ''না, এইখানে বয়স্থ ভাট কেহ নাই। এক ভাটের ছোট ছেলেটি আছে। ছেলেমানুষ, আট-দশ বছর বয়স। সে থাকলে আর কী হবে?''

ভাটেরা রাজাদের স্তুতিকার। তাহারা খুব বুদ্ধিমান হয়। তাই কথক বলিল, ''না, তাকেও তাড়িয়ে দাও।'' বালক বিতাড়িত হইলেও ভাবিল—''কী কথা হয় শুনতে হবে।'' সে খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া এক ব্যক্তির চারপাইয়ের নিচে লুকাইল।

কথক বলিয়া চলিয়াছে—''এক বটপাতা ও মাটির ঢেলার খুব বন্ধুত্ব। তারা কাশী যাবে। পাতা বলল—আমি যাই কী করে, ঝড় হলেই তো উড়ে যাব। ঢেলা বলল—আমিই বা যাই কী করে, বৃষ্টি হলেই তো গলে যাব। এক কাজ করা যাবে। ঝড়ের সময় আমি তোমার উপর চেপে বসব ও বৃষ্টির সময় তুমি আমার উপর ঢাকা দেবে। তাহলেই উভয়ের রক্ষা হবে। তখন তারা কাশী যাত্রা করল।''

সকলে 'হাঁ-জী' 'হাঁ-জী' বলিয়া শুনিতেছে। কিন্তু সেই ভাট ছেলেটি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল—''কিন্তু যদি ঝড় আর বৃষ্টি একইসঙ্গে হয়?''

সকলে চকিত। কথক বলিল, ''দেখলে? এইজন্যই তো আমি কোনও ভাটের সামনে কথা বলি না।''

বুদ্ধিমান যাহারা, তাহারা বিচার করিয়াই কথা গ্রহণ করিবে। *(ক্রমশ)*